প্রবীণদের সাফল্য গাঁথা

বিশ্ব প্রবীণ দিবস বিশেষ সংখ্যা

প্রকাশকালঃ অক্টোবর, ২০১৫

বর্ষঃ ১ সংখ্যাঃ ২

প্রবীণ কণ্ঠ

একটি অনলাইন প্রকাশনা

এ সংখ্যায় থাকছে

১ সম্পাদকীয়

২ নগরায়ন ও বাংলাদেশের প্রবীণ জনগোষ্ঠী

৩ বাংলাদেশ ব্যাংক সংবাদ

৪ সাক্ষাতকার

৪ প্রবীণ কৌতুক

৫ ঢাকার বস্তিতে বসবাসরত প্রবীণদের প্রেক্ষাপট

৬ বাংলাদেশে নগরের দুঃস্থ প্রবীণদের স্বাস্থ্য সেবায় প্রবেশাধিকার

৭ বৈশ্বিক প্রবীণ নির্দেশকঃ বাংলাদেশ

রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক)
বাড়ী ঃ ২০, রোড ঃ ১১ (নতুন), ৩২ (পুরাতন)
ধানমণ্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯
টেলিফোন ঃ +৮৮০২৮১১৮৪৭৫
ফ্যাক্স ঃ +৮৮০২৮১৪২৮০৩
ই-মেইলঃ ricdirector@yahoo.com
ওয়েব ঃ www.ric-bd.org

সম্পাদকীয়

২০১৫ সালের ১ লা অক্টোবর এর একটা বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। এ বছরে আমরা ২৫ তম আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস পালন করছি। ১৯৯০ সনের ১৪ ই ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে ৪৫/১০৬ সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রতিবছর ১ লা অক্টোবর আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস হিসেবে পালিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় গ্র্যাণ্ড প্যারেন্ট ডে, চীনে ডবল নাইনথ ফেস্টিভ্যাল এবং জাপানে প্রবীণদের সন্মানে এইজ ডে পালন করা হয়ে থাকে।

২০১৫ সনের প্রতিপাদ্য হিসেবে নগর পরিবেশের টেকসই উন্নয়ন ও প্রবীণদের অন্তর্ভূক্তি ফোকাস করা হয়েছে। জাতিসংঘের পক্ষ থেকে ২০১৫ সালে আন্তর্জাতিক প্রতিপাদ্য থীমের ছয়টি উদ্দেশ্য ঘোষণা করা হয়েছে। এ ছয়টি উদ্দেশ্যে রয়েছে, নগর পরিকল্পনায় প্রবীণদের অংশগ্রহণ, প্রবীণদের জন্য উপযুক্ত গৃহায়ন ও পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা, নগরের উন্নত প্রযুক্তিতে প্রবীণদের অভিগম্যতা বাড়ানো। আমরা যদি ৬ টি উদ্দেশ্যের আলোকে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস পালনে সার্থকতা খুঁজি তবে দেখব- সফলতার হার খুবই কম; কারণ আমাদের নগরায়ণ শুধু ইট পাথরে, এখানে Human Face নেই, নেই কোন নাগরিকদের কণ্ঠ।

এসডিজি ১১ তম লক্ষ্য (Goal) বলা হয়েছে, নগর ও মানুষের বসবাসকে নিরাপদ ও সহ্যক্ষম এবং টেকসই করা। কাজেই অন্তর্ভুক্ত টেকসই নগরায়ন SDG' তে রয়েছে। অন্যদিকে এসডিজির লক্ষ্য-৩ এ "সকল বয়সের মানুষের স্বাস্থ্যময় জীবন ও কল্যানের বৃদ্ধি করা"। ২০১৫ সনের প্রবীণ দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয়ে এ দু'লক্ষ্য এর সমন্বয় দেখতে পাই।

প্রবীণদের অন্তর্ভূক্তি ও অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে মানবিক নগরায়ন সম্ভব। বাংলাদেশে নগরায়নের মূলসূত্র হচ্ছে অর্থনৈতিক পরিবর্তন, আমরা একটা নগরায়নের মডেল অনুসরণ করছি; যেখানে সুপার স্টোর, সুপার এ্যাপার্টমেন্ট, সুপার হাইওয়ে প্রভাব বিস্তার করছে। এই প্রক্রিয়ার অনুষঙ্গ হিসেবে ভুমি দস্যুতা বৃদ্ধি পেয়েছে, পরিবেশ বিপর্যস্ত হচ্ছে, দুর্যোগের ঝুঁকি উপেক্ষিত হচ্ছে এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্য হয়ে পড়ছে সবচেয়ে লাভজনক পণ্য। এরকম এক পরিস্থিতিতে নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের সারিতে প্রবীণরা হয়ে পড়েছেন দুঃস্থতার শিকার। বাংলাদেশের বর্তমান পর্যায়ে শিশু, নারী ও প্রতিবন্ধীদের জন্য নাগরিক সুবিধা দেওয়ার যে সামান্য প্রচেষ্টা আছে প্রবীণদের জন্য সেটুকুও নাই। তাই প্রবীণদের দুঃস্থতা ও প্রান্তিকতার উপর জোর দিতে হবে।

নগরে প্রবীণ দরিদ্রদের বয়স্কভাতা থাকলেও তার অবস্থা গ্রামের চেয়েও করুণ। ভাতা পাওয়ার জন্য কার কাছে যেতে হবে সে ব্যাপারে তারা সুনিশ্চিত হতে পারছেন না। সমাজকল্যাণ দপ্তরের কর্মীদের নাগাল পাওয়া কঠিন। ওয়ার্ড কমিশনারের অফিসে কারও সাথে কথা বলার মত কাউকে খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রবীণদের চিকিৎসা বিশেষ করে দরিদ্র প্রবীণদের জন্য খুবই কঠিন। ডাক্তাররা রোগীদের কথা শোনেন না, প্রবীণ রোগীদের কথা আরো শোনেন না। যানবাহনে প্রবীণদের জন্য কোন সিট বরাদ্ধ নেই, তাই দাঁড়িয়ে যেতে হয়। নগরের শ্রমবাজারে প্রবীণ শ্রমিক সবচেয়ে বেশী উপেক্ষিত। প্রবীণ রিকশাওয়ালা প্রতিযোগিতায় টিকতে পারছেনা, কম ভাড়া নিয়েও যাত্রী পাচ্ছেন না। এরকম বৈরী নগরায়নের সামনে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর সহায়তায় কেউ এগিয়ে আসছেন না। রাজধানী ভিত্তিক সফল প্রবীণরা তার প্রবীণ পরিচয় স্বীকার করেন না। তারা ব্যস্ত থাকেন যৌবনের স্তুতিতে। সকল প্রজন্মের সমান অংশীদার ভিত্তিতে নগরায়ন কারো স্বপ্নের মধ্যেও নেই। অথচ একটি মানবিক নগরায়ন ছাড়া বাংলাদেশে অনেক সমস্যা কাটবে না। বাণিজ্যিক নগরায়নকে আমরা যদি মানবিক নগরায়ন দিয়ে পাল্টে দিতে চাই তবে অনেকগুলো বিষয়ে নজর দিতে হবে। নগরায়নকে আরো পরিকল্পিত ও নিয়ন্ত্রিত হতে হবে। নগরায়নে মানতে হবে পরিবেশ আইন। স্থানীয় সরকারকে হতে হবে শক্তিশালী, একই সংগে আন্তঃপ্রজন্ম সম্পর্ক শক্তিশালী করতে হবে। আন্তঃপ্রজন্ম সম্পর্কের কেন্দ্রবিন্দু হবে আমাদের সিনিয়র সিটিজেনস। তাদের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান নগরায়নকে মানবিক করতে সহায়তা করবে।

নগরায়ন ও বাংলাদেশের প্রবীণ জনগোষ্ঠী[১]

বাংলাদেশ হচ্ছে পৃথিবীর দ্রুততম নগরায়নের দেশ। ১৯৭১ সনের এক দশক আগে ১৯৬১ সনে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে নগরে বসবাসরত জনসংখ্যা ছিল ২৭ লক্ষ যা ছিল পূর্ব পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫.১ ভাগ। এই সময়ে ৬০ বছরের উর্ধ্বে নগরে বসবাসরত জনসংখ্যা ছিল মাত্র ১ লক্ষ ২ হাজার, যা মোট জনসংখ্যার শতকরা ৩ ভাগের মত। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার সময় বাংলাদেশের নগর জনসংখ্যা ছিল ৫০ লক্ষের উপরে।

স্বাধীনতার ১০ বছর পর ১৯৮১ সালে বাংলাদেশে নগরের জনসংখ্যা বেড়ে দাড়াল ১২.৭ মিলিয়ন বা ১ কোটি ২৭ লক্ষ এর উপরে। এই দশ বছরে নগরের জনসংখ্যা ২ গুণেরও বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে এবং প্রবীণ জনসংখ্যাও এক হিসেব অনুযায়ী ৩ লাখ থেকে ৮.৫ লাখে বৃদ্ধি পায়। নগরে বসবাসরত প্রবীণ সংখ্যার হার সাধারন জনসংখ্যা বৃদ্ধির চেয়ে বেশী।

১৯৯১ সনে ২০ বছরের মধ্যে বাংলাদেশে নগরে বসবাসরত জনসংখ্যা ২ কোটি (২০ মিলিয়ন) ছাড়িয়ে যায়। স্বাধীনতার পর প্রাতিষ্ঠানিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯৯০ সনে নগরে বসবাসরত জনসংখ্যা ২১.৮ মিলিয়ন বা ২ কোটি ৮ লক্ষ যা প্রায় ৪ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে বাংলাদেশে নগর জনসংখ্যার শতকরা ১৯.৮ ভাগ। ২০১০ সনে বাংলাদেশে নগরে বসবাসরত জনসংখ্যা ৫ কোটি ২২ লক্ষে পৌঁছে এবং যা বাংলাদেশে নগরে বসবাসরত জনসংখ্যার শতকরা ৩১.১ ভাগ। এক হিসেবে বাংলাদেশে বর্তমানে চার মিলিয়নেরও বেশী প্রবীণ নগর এলাকায় বসবাস করেন। গ্রামের চেয়ে নগরের প্রবীণদের গড় আয়ু বেশী। ফলে নগরে প্রবীণ জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির হার বেশী।

হোসেন জিল্লুর নগরায়নের উত্তরণ প্রবন্ধে বর্তমানে শহর ও গ্রামের বিভক্তিকে নগরায়ন প্রক্রিয়ার দুইটি প্রেক্ষিত হিসাবে ব্যাখ্যা করেছে। কারণ গ্রামীণ বাজার, যোগাযোগ, জীবন যাপন এখন নগরায়নের অংশ। এর মধ্যে ঢাকা ও চট্টগ্রামের নগর স্থাপনা, যাকে কেন্দ্র করে মানুষ জড়ো হয়েছে, মানুষের চলাচল বাড়ছে।

২০০৩ সালের এক জরীপে দেখা গেছে নগরায়নের স্থাপনাগুলি ৪১ শতাংশ মেট্রোপলিটন শহরে, ৪২ শতাংশ রয়েছে জেলা শহরে এবং শতকরা ১৬ ভাগ রয়েছে উপজেলা পর্যায়ে। (এখানে নগর স্থাপনা বলতে শিল্প ও ব্যবসায়িক, প্রশাসনিক, সেবা প্রতিষ্ঠান ও অবকাঠামো ভিত্তিক স্থাপনাকে বোঝানো হয়েছে)। নগরায়ন প্রক্রিয়া তিনটি নির্দেশক এর মধ্য দিয়ে পরিমাপ করা যায়। প্রথম নগর জনসংখ্যার অনুপাত, দ্বিতীয়তঃ নগর কেন্দ্র (বাণিজ্যিক, প্রশাসনিক, আবাসিক অর্থে) তৃতীয়টি হচ্ছে স্থায়ী অর্থনৈতিক স্থাপনা। ২০১০ সালে পরিচালিত জরীপ অনুসারে নগরের জনসংখ্যা ৫২ মিলিয়ন যা ৫ কোটি ২০ লক্ষে উন্নীত হয়ে ২০২০ সনে এই জনসংখ্যা ৯ কোটি ৮০ লক্ষ হবে নগরের জনসংখ্যা থেকে বোঝা যায় ভবিষ্যতে বেশীরভাগ প্রবীণ নগরে বাস করবে।

নগর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতা অনুসারে ২০২০ সনে বাংলাদেশে নগরের মোট জনসংখ্যা হবে ৭ কোটি ৪৪ লক্ষের উর্ধ্বে, যা মোট নগর জনসংখ্যার ৩৭.৭%। এই যে ক্রমাগত নগরায়নের ফলে প্রবীণদের ইস্যুটা অন্যান্য বিষয়ের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। নগর জনসংখ্যা বৃদ্ধিই বলে দিচ্ছে আগামী প্রবীণ প্রজন্মের বেশীরভাগ বাস করবেন নগরে। অনুমান করা হচ্ছে ২০৩০ সালে প্রবীণরা হবে মোট জনসংখ্যার ৪৪.৩%।

বর্তমানে যদি প্রবীণ জনসংখ্যাকে মৌলিক অধিকারের ভিত্তিতে দেখি তবে আমরা শুরু করতে পারি খাদ্য থেকে। তাতে দেখব বেশীরভাগ বিপনণকৃত খাদ্য প্রবীণ স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। এ ঝুঁকি শুধু দরিদ্র বস্তিবাসী প্রবীণ নয়, মধ্যবিত্ত, স্বচ্ছল প্রবীণদের জন্যও। বস্তিবাসী প্রবীণদের খাদ্য ও পুষ্টির অভাব রয়েছে, তার উপর আছে ভেজাল খাদ্যের জন্য স্বাস্থ্যহানি। নগরের গৃহায়ণ প্রবীণদের সুবিধা-অসুবিধা খেয়াল রেখে গড়ে ওঠেনি। মেট্রোপলিটন শহরের পরিষেবায় প্রবীণরা উপেক্ষিত। প্রবীণদের জন্য কোন গণপরিবহন সুবিধা নাই। তাদের চলাফেরা সীমাবদ্ধ। এখানে গ্রামে বসবাসকারী প্রবীণরা অনেক ভাগ্যবান যে, তারা অন্তত গ্রামের পথে চলতে পারেন।

ঢাকা শহর এক সময় পুরনো ও নতুন ঢাকা নামে দুইভাগে ভাগ ছিল। পুরনো ঢাকায় প্রবীণদের সমাজে প্রভাব ও নেতৃত্ব ছিল। কিন্তু ২০ বছরে মেট্রোপলিটন নগরায়নে ঢাকা, চট্টগ্রাম শহর সহ সিটি কর্পোরেশনে প্রবীণরা সামাজিকভাবে ক্রমশঃ অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। ৭০ বা ৮০ বছর বয়সী প্রবীণরা এ্যাপার্টমেন্টে বন্দী অথবা হাসপাতালে শয্যাশায়ী। নগরে স্বচ্ছল প্রবীণদের বিশেষ করে নারী প্রবীণদের নিরাপত্তা এখন বড় সমস্যা। আমরা খবরের কাগজে দেখেছি যে, কয়েকজন প্রবীণ নারী ঢাকা শহরে খুন হয়েছেন।

বস্তিবাসী প্রবীণদের একটি বড় সমস্যা হচ্ছে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার। বস্তির টয়লেটে এত ভীড় থাকে যে, যার জন্য প্রবীণদের বেশ কষ্ট হয়ে থাকে সময়মত টয়লেট ব্যবহারের সুযোগ পেতে। প্রবীণদের সময় কাটানোর জন্য নগরে কোনো স্পেস নেই। পার্ক নামে যা আছে সকালে মর্নিংওয়ার্ক পর্যন্ত যথেষ্ট, এর বেশী প্রবীণরা এখানে থাকেন না, থাকতে পারেন না।

স্বাস্থ্য বিষয়ে নগরে দরিদ্র ও স্বচ্ছল প্রবীণদের দু'রকম সমস্যা রয়েছে। দরিদ্র প্রবীণরা সরকারী সেবা ব্যবহারে অনাগ্রহী-তারা মহল্লার ঔষধ বিক্রেতার কাছ থেকে ঔষধ নিয়ে থাকেন। দরিদ্র প্রবীণরা মনে করেন সরকারী স্বাস্থ্য কেন্দ্রে তাদের জন্য কোন সেবা নাই। অন্যদিকে চিকিৎসকদের সংবেদনশীল ব্যবহারের অভাবও প্রবীণদের স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যেতে অনুৎসাহী করে। স্বচ্ছল প্রবীণরা দেশে বিদেশে চিকিৎসা পাওয়ার সামর্থ্য থাকলেও ছেলে মেয়েরা বিদেশে থাকায় এরকম সেবা পাওয়ার সমস্যায় রয়েছেন।

এই সমস্যা সামনে রেখে হোসেন জিল্লুর রহমানের প্রবন্ধে নগরায়নে পরিবর্তন ধারার ছয়টি স্ন্যাপশটস এর কথা বলেছেন। প্রথমটি হচ্ছে নগরায়ন স্কেল -১৯৯১ সন থেকে ২০০১ সনের মধ্যে ২০০ পৌরসভা বেড়ে ৩০৯ টিতে উন্নীত হয়েছে, এ থেকে বিস্তৃত হচ্ছে নগরায়ন। এ নগরায়ন আবার প্রভাবিত করছে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকে। দ্বিতীয় হচ্ছেঃ চারটি নগরকেন্দ্রিক নগরায়ন। বাংলাদেশে নগরে বসবাসরত জনসংখ্যার ৫৪ ভাগ মানুষ ঢাকা, খুলনা, চট্টগ্রাম রাজশাহী এই চারটি নগরে বাস করেন। সেখানে ঢাকাতেই নগর জনসংখ্যার শতকরা ৩৭ ভাগের বসবাস। আবার ঢাকা নগরের জনসংখ্যা অন্য তিনটি নগর খুলনা, রাজশাহী ও চট্টগ্রামের ২.৫ গুণ। নগরায়ন ও জনসংখ্যার এই অনুপাতে প্রবীণ জনসংখ্যা কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। অভিবাসন ও নগরায়নঃ ১৯৯১ সনে শুমারী অভিবাসন তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় অন্তত পক্ষে ৮৫ ভাগ অভিবাসন হয়েছে গ্রাম থেকে

শহরে-অবশিষ্ট ১৫ ভাগের মধ্যে ৭ ভাগ নগর থেকে নগরে, ৬ ভাগ গ্রাম থেকে গ্রামে এবং ২ ভাগ শহর থেকে গ্রামে। ২০০৯ সনে PPRC জরীপে দেখা গেছে শতকরা ১৬ ভাগ জন্মসূত্রে শহরে বসবাস করছে অবশিষ্টরা গ্রাম থেকে এসেছে। অভিবাসন প্রক্রিয়া প্রবীণদের জীবনে প্রভাবিত করে, তারা অভিবাসনের মাধ্যমে শহরে বসবাস করে প্রবীণ হয়ে পড়েন। কিন্তু তারা প্রবীণ বয়সে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। তাদের কাছে পুরনো গ্রামের জীবন আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। তারপর তারা পুরো শহরের জীবন ধারার সাথে অভ্যস্ত হয়ে আবার গ্রামে ফিরে যেতে পারেন না-এটা একটা সংকট।

নগরে আসার প্রধান আকর্ষণ আয়-কর্মসংস্থান হলেও ছেলেমেয়েদের শিক্ষা অন্যতম। PPRC এর গবেষণায় ৭১% অভিবাসী বলেছেন অধিক আয়ের আশায় শহরে এসেছেন, অন্যদিকে ২৩% ভাগ বলেছে তারা এসেছে ছেলেমেয়ের শিক্ষার জন্য। এই আকর্ষণ প্রবীণদের উপর কতটুকু কাজ করছে তা আমাদের জানা নাই। তবে বোঝা যায় প্রবীণ বয়সে অভিবাসন কম। যৌবনে কর্মসংস্থানের খোঁজে এরা এসে থেকে গেছেন।

নগরায়নকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের অবকাঠামো, সেবা ও সমাজ কাঠামো পরিবর্তন হচ্ছে। এই পরিবর্তনের ধারায় প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জন্য সমন্বয়ের সুযোগ থাকতে হবে। নগরায়ন নীতি ও নগর কাঠামো হতে হবে প্রবীণ সহায়ক। প্রবীণদের তথ্য, জ্ঞান, দক্ষতা দিয়ে এই নগরায়ন সমন্বয় করে একটি মানবিক জীবনের অংশীদার হতে পারবেন। এ প্রসঙ্গে রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক) মনে করে প্রবীণ সংগঠন ও **Older Citizen Monitoring Project** এর অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো যেতে পারে। শক্তিশালী প্রবীণ সংগঠন একদিকে যেমন প্রবীণ বান্ধব নগর গড়ে তোলায় কাজ করবে। অন্যদিকে প্রবীণদের মনিটরিং টীম সরকারী সেবা স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক এবং প্রবীণ উপযোগী করতে কাজ করবে। এভাবে প্রবীণরা নগরায়নে একটা জায়গা করে নিতে পারবেন।

১ এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত তথ্য উপাত্ত ব্যবহার করা হয়েছে PPRC থেকে প্রকাশিত হোসেন জিল্লুর রহমান সম্পাদিত **"Urbanization Bangladesh: Challenge of Transition"** বই থেকে এবং বাংলাদেশের উন্নয়ন গবেষনা প্রতিষ্ঠানের গবেষক সামসুল ইসলামের প্রবন্ধ থেকে নেয়া।

বাংলাদেশ ব্যাংক সংবাদ

বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতিনিধির গংগাচড়া সফর

দূর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যদিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতিনিধিরা গত ২১ শে আগষ্ট, ২০১৫ গংগাচড়া সফর করেন। প্রবীণদের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক এর সাস্টেইন্যাবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টের সহায়তায়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিলের আওতায় **'Facilitated social and health service for vulnerable older people in Bangladesh'** প্রকল্পের মাধ্যমে রংপুরের গংগাচড়া এলাকার লক্ষীটারি ও কোলকোন্দ ইউনিয়নের দুঃস্থ ও চলাচলে অক্ষম ৪০ জন প্রবীণদের মাঝে ২০ টি হুইল চেয়ার, ২০ টি কমোড চেয়ার এবং ৫০ জন প্রবীণের মাঝে ও প্রবীণদের আর্থিক স্বনির্ভরতার জন্য নগদ ৫০০০ টাকা করে ২৫০,০০০ টাকা ৫০ জন প্রবীণের মাঝে বিতরন করা হয়।

প্রধান অতিথি হিসেবে সাস্টেইন্যাবল ফিন্যান্স বিভাগের মহাব্যবস্থাপক জনাব মনোজ কুমার বিশ্বাস, বিশেষ অতিথি একই বিভাগের উপ পরিচালক নিদেশ কুমার নন্দী, ফাইনান্সিয়াল ইনক্লুসন বিভাগের উপমহাব্যবস্থাপক জনাব রেজাউল করিম সরকার সহ অনুষ্ঠানের সভাপতি উপজেলা চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান (বাবলু) উপস্থিত থেকে এসব সহায়তা বিতরন করেন। রিকের নির্বাহী কমিটির সদস্য জনাব তোফাজ্জেল হোসেন মঞ্জু উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। লক্ষীটারী ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও প্রবীণ কমিটি, প্রবীণদের সহায়তায় এগিয়ে আসার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংককে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জনাব মনোজ কুমার বিশ্বাস বলেন, "দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিলের আওতায় দুঃস্থ প্রবীণদের মাঝে যে সহায়তা দেয়া হচ্ছে, স্বল্প হলেও তা দুঃস্থ অসহায় প্রবীণদের জীবনমান উন্নয়নে অবদান রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।" সভাপতির বক্তব্যে গংগাচড়া উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব আসাদুজ্জামান (বাবলু) বলেন, "বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে যে সহায়তা দেয়া হচ্ছে তা অবশ্যই স্মরণীয় হয়ে থাকবে। অত্যন্ত নিখুঁতভাবে প্রবীণ কমিটির মাধ্যমে যাদের যাচাই বাছাই করে নির্বাচন করা হয়েছে তা সংশ্লিষ্ট দুই ইউনিয়নের চেয়ারম্যানদের অনুমোদনের মাধ্যমে প্রমানিত হয়েছে। প্রবীণ কমিটির নেতৃবৃন্দ অত্যন্ত পরিশ্রম করে এ কাজটা করেছেন, আমি বাংলাদেশ ব্যাংককে ধন্যবাদ জানাই, তিস্তার ভাঙ্গন কবলিত এ এলাকার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের সহায়তা যাতে অব্যাহত থাকে সে বিষয়ে প্রধান অতিথিকে অনুরোধ জানান।"

নগরে বসবাসরত দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের প্রবীণদের জন্য আর্থিক সেবা বিষয়ে একটি বিশেষ সাক্ষাতকার দিয়েছেন রিকের পরিচালক জনাব আবুল হাসিব খান

প্রশ্ন: বাংলাদেশে নগরে বসবাসরত প্রবীণদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এর প্রেক্ষিতে প্রবীণদের আর্থিক সেবার প্রয়োজনীয়তা কি?

হাসিব খান: প্রথমে একটি বিষয় পরিস্কার করে নিতে চাই আর্থিক সেবা বলতে শুধু মাত্র ঋণ দেওয়া - নেওয়া বোঝায় না। এর ব্যপ্তি অনেক বড়- ব্যাংক এ্যাকাউন্ট থাকা, সঞ্চয় ও পেনশন স্কীম, ডেবিট-ক্রেডিট, বীমা, remmittance money transfer এ সব কিছুই আর্থিক সেবার মধ্যে পড়ে। নগরের দরিদ্রদের মধ্যে শতকরা ৯০ জনেরই ব্যাংকের এ্যাকাউন্ট নেই। দরিদ্র প্রবীণদের অবস্থা আরো খারাপ। দরিদ্র প্রবীণদের জন্য কোন আর্থিক সেবা নাই বললেই চলে-স্বল্প ও মধ্যবিত্ত প্রবীণদের জন্য কোন সহজ আর্থিক সেবা নাই। প্রবীণদের আর্থিক নিরাপত্তার জন্যই প্রবীণ বান্ধব আর্থিক সেবা প্রয়োজন।

প্রশ্ন: নগরের প্রবীণদের জন্য আর্থিক সেবা কি হতে পারে?

হাসিব খান: নগরের প্রবীণদের সাথে কাজ শুরু করতে গিয়ে দেখেছি সকল শ্রেণীর প্রবীণরা সঞ্চয়কে খুব গুরুত্ব দেন। তাদের সঞ্চয় স্কীম থাকা উচিত। তারপর এ্যাকাউন্ট খোলার ক্ষেত্রে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে মনোযোগী হতে হবে। প্রবীণদের স্বাস্থ্যবীমা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে স্বাস্থ্যসেবা ও আর্থিক সেবা সমন্বিত হতে হবে। এছাড়া বাংলাদেশে বীমা কার্যক্রম সম্পর্কে জনসাধারণের অনেক সংশয়, অস্বচ্ছতার বিষয় রয়েছে যা সংশ্লিষ্ট সকলের সমন্বয়ে দুর করতে হবে।

প্রশ্ন: নিঃসঙ্গ ও শয্যাশায়ী প্রবীণদের জন্য আর্থিক সেবা কিভাবে নিশ্চিত করা যায় ?

হাসিব খান: নিঃসঙ্গ ও শয্যাশায়ী প্রবীণদের আর্থিক সেবার জন্য ব্যাংকগুলি নতুন সেবার পদ্ধতি চালু করতে হবে। এই পদ্ধতি অনুসারে নিঃসঙ্গ ও শয্যাশায়ী প্রবীণদের জন্য ব্যাংক এদের স্বাস্থ্য ও অন্যান্য সেবা পরিচালনা ও ব্যয় করতে পারেন। ফলে এ ধরনের প্রবীণদের সঞ্চিত অর্থ তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়।

প্রশ্ন: নগরের দরিদ্র প্রবীণদের জন্য আর্থিক সেবা ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করা যায় ?

হাসিব খান: দরিদ্র প্রবীণদের একদিনে প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক সেবার মধ্যে আনা কঠিন। অনেক ক্ষেত্রে বর্তমান আর্থিক অবস্থায় ব্যাংক এ্যাকাউন্ট ব্যবহার করারও প্রয়োজন নাই। ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের সঞ্চয় ও ঋণ চাহিদা পূরণ করা সহজ হবে। পর্যায়ক্রমে শিক্ষিত -দারিদ্র মুক্ত প্রবীণরা ব্যাংক এ্যাকাউন্ট খুলে প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক সেবা গ্রহণ করতে পারবে। অধিকন্তু মোবাইল ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রবীণদের জন্য চালু করা যেতে পারে।

প্রশ্ন: গ্রামের তুলনায় নগরের প্রবীণদের আর্থিক সেবার চাহিদা ও চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে কি পার্থক্য রয়েছে?

হাসিব খান: এটা অনস্বীকার্য; গ্রামের তুলনায় শহরের দরিদ্র ও স্বল্পবিত্তের আর্থিক সেবা চাহিদা অনেক। বিশেষ করে নগরে যেসব প্রবীণ ক্ষুদ্র ব্যবসা, শ্রম ভিত্তিক আর্থিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত তাদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সঞ্চয় - পেনশন স্কীমের চাহিদা রয়েছে। তবে নগরে এই দরিদ্ররা অনেক বেশী ছড়ানো -তাদেরকে উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর মাধ্যমে আর্থিক সেবার সুবিধাভোগী করা কঠিন। গ্রামে দরিদ্র প্রবীণদের সংগঠিত করা সহজ এবং তাদের কে কর্মসূচীর মাধ্যমে আর্থিক সেবা অনেক কম কষ্টসাধ্য।

প্রশ্ন: রিক নগরের প্রবীণদের আর্থিক সেবার জন্য কোন উদ্যোগ আছে?

হাসিব খান: এই মূহুর্তে রিকের কোন উদ্যোগ নেই সত্য তবে ইতোমধ্যে পিকেএসএফের সহায়তায় রিকের কর্ম এলাকায় ভিন্ন ও স্বতন্ত্র ভাবে ক্ষুদ্রঋণ দেওয়া শুরু করেছে। ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকে প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে শুরু হয়েছে। পরবর্তীতে আমরা নগরের দরিদ্র প্রবীণদের ক্ষুদ্রঋণের আওতায় নিয়ে আসবো এবং পর্যায়ক্রমে অন্যান্য আর্থিক সেবা নিশ্চিত করবো।

প্রবীণ কৌতুক

বাবা মারা যাবার পর ছেলে মাকে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসলো এবং প্রতি বছর একবার মা'র খবর নিয়ে যেতো। একদিন বৃদ্ধাশ্রম থেকে ফোন আসলো, আপনার মা'র অবস্থা খারাপ, তাড়াতাড়ি দেখতে আসুন, ছেলে এসে দেখে মা শেষ নিঃশ্বাস নিচ্ছেন।

ছেলে বললঃ মা তোমার জন্য কি করতে পারি?
মা বললঃ বাবা এই বৃদ্ধাশ্রমের ফ্যানটা সবসময় নষ্ট থাকে, একটি নতুন ফ্যান লাগিয়ে দাও।

ছেলে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলোঃ মা তুমি এতো বছর এখানে ছিলে, তখন ফ্যান চাইলে না, এই শেষ সময়ে ফ্যান লাগিয়ে আর কি হবে?

মা বললঃ বাবা এখানে প্রচুর গরম, কষ্ট হলেও আমি আমার সময় পার করে নিয়েছি, কিন্তু আমার ভয় লাগে যখন তোমার সন্তান তোমাকে এখানে রেখে যাবে তখন তুমি কষ্ট সইতে পারবে না।

ঢাকার বস্তিতে বসবাসরত প্রবীণদের প্রেক্ষাপট

(হেল্প এইজ ইন্টারন্যাশনাল এবং কর্ড এইড এর সহযোগিতায় পিআরডিএ পপুলেশন রিসার্চ এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ কর্তৃক ২০১১ সালে "নগর বাংলাদেশের প্রবীণ জনসংখ্যার একটি সামাজিক অর্থনৈতিক পর্যালোচনা" শীর্ষক অপ্রকাশিত গবেষণার অংশবিশেষ এখানে প্রাসঙ্গিক বিধায় বৃহত্তর পাঠকদের উদ্দেশ্যে ছাপানো হলো)

এই গবেষণায় জরীপ ছাড়াও এফজিডি এবং মূল তথ্যদাতার সাক্ষাতকার গ্রহণের মাধ্যমে গুণগত গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। নমুনা জরীপে ১০ টি বস্তির ৫৫০ টি খানা অন্তর্ভূক্ত করা হয়। ৫৫০টি খানার ২৪৮জন প্রবীণের সাক্ষাতকার নেয়া হয়েছে। ২৮টি এফজিডি করা হয়েছে তার মধ্যে ৯টি প্রবীণদের নিয়ে। ৯ জন বস্তির মালিক বা নেতা এবং ১০ জন কমিউনিটির সদস্য হিসেবে স্বাক্ষাৎকার নেয়া হয়। ৩০ টি এনজিও, ১০টি সরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের মূল তথ্যদাতা হিসেবে সাক্ষাতকার নেয়া হয়।

পটভূমি বৈশিষ্ট্যসমূহ: ২৪৮ জনের উপর জরীপ কাজ চালানো হয়েছিল। এদের মধ্যে ৫২% পুরুষ এবং ৪৮% নারী। সারণী-১ এ প্রবীণ উত্তরদাতাদের বয়স ও লিঙ্গ অনুসারে উপস্থাপন করা হয়।

সারণী: ১ প্রবীণদের বয়স ও লিঙ্গের ধরন

বয়স	পুরুষ		নারী		মোট	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
৬০-৬৯ বছর	৯২	৭১.৩	৭৩	৬১.৩	১৬৫	৬৬.৫
৭০-৭৯ বছর	২৮	২১.৭	২৭	২২.৭	৫৫	২২.২
৮০ বছর	৯	৭.০	১৯	১৬.০	২৮	১১.৩
মোট	১২৯	১০০	১১৯	১০০	২৪৮	১০০

উত্তরদাতার উপর নির্ভর করে মোট ও শতকরা হার নির্ধারন করা হয়েছে।

দৈনন্দিন কার্যাবলী: জরীপের ফলাফলে দেখা যায় যে, দুই তৃতীয়াংশ প্রবীণ গৃহস্থালী কাজে জড়িতপ্রবীণ নারীর সংখ্যা (৬৯.৭%) প্রবীণ পুরুষের চেয়ে বেশী (৬৪.৩%)। বেশীরভাগ সংখ্যাগরিষ্ঠ হচ্ছে প্রবীণ পুরুষ (৮৯.২%) বাজার করে এবং ৩৭.৩% শিশুদের দেখাশোনা করে (সারণী-২)। অন্যদিকে প্রবীণ নারীরা রান্নার কাজ (৭২.৩%), ঘরদোর পরিস্কার (৪১%), ছেলেমেয়েদের দেখাশুনা (৩৯.৮%), বাজার করা (৩৭.৩%) এবং কাপড়-চোপড় ধোয়ার কাজে (৩৩.৭%) ব্যস্ত থাকেন। (সারণী-২)

সারণী: ২ প্রবীণদের দ্বারা সম্পাদিত গৃহস্থালী কাজ

কাজের ধরন	পুরুষ		নারী		মোট	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
বাজার করা	৭৪	৮৯.২	৩১	৩৭.৩	১০৫	৬৩.৩
রান্না	৭	৮.৪	৬০	৭২.৩	৬৭	৪০.৪
সন্তানদের দেখাশোনা	৩১	৩৭.৩	৩৩	৩৯.৮	৬৪	৩৮.৬
ঘরদোর পরিস্কার	৭	৮.৪	৩৪	৪১.০	৪১	২৪.৭
কাপড় চোপড় ধোয়া	৫	৬.০	২৮	৩৩.৭	৩৩	১৯.৯
অসুস্থদের দেখাশোনা	১	১.২	১	১.২	২	১.২
অন্যান্য			১	১.২	১	০.৬
মোট	৮৩	১০০	৮৩	১০০	১৬৬	১০০

উত্তরদাতার উপর নির্ভর করে মোট ও শতকরা হার নির্ধারন করা হয়েছে।

৮৮.৭% প্রবীণ পুরুষ জানিয়েছেন তারা অবসরের সময়ে ঘুমান। এদের অর্ধেকেই জানিয়েছেন অবসরের সময় তারা প্রার্থনা করেন। এছাড়া তারা আড্ডা, টিভি দেখে ও রেডিও শুনে সময় কাটায়। প্রবীণ নারীরা বিশ্রাম নিয়ে, ধর্মীয় কাজ করে, সদস্যদের সঙ্গে ও অন্যান্যদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে সময় কাটায়। (সারণী-৩)

সারণী: ৩ অবসরের সময় সম্পাদিত কাজ

কাজের ধরন	পুরুষ		নারী		মোট	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
বিশ্রাম নেয়া	১১২	৮৬.৮	১০৮	৯০.৮	২২০	৮৮.৭
ধর্মীয় কাজ	৪৪	৩৪.১	৬২	৫২.১	১০৬	৪২.৭
অন্যদের সাথে সময় কাটানো/আড্ডা	৪১	৩১.৮	২৬	২১.৮	৬৭	২৭.০
পরিবারের সদস্যদের সাথে সময় কাটানো	২১	১৬.৩	২৭	২২.৭	৪৮	১৯.৪
বিনোদন (টিভি, রেডিও ইত্যাদি)	৩০	২৩.৩	৯	৭.৬	৩৯	১৫.৭
সামাজিক কাজ	৪	৩.১	১	০.৮	৫	২.০
অন্যান্য	১	০.৮	১	০.৮	২	০.৮
মোট	১২৯	১০০	১১৯	১০০	২৪৮	১০০

উত্তরদাতার উপর নির্ভর করে মোট ও শতকরা হার নির্ধারন করা হয়েছে।

অর্ধেকেরও বেশী উত্তরদাতা (৫৬.০%) বলেছেন সামাজিকীকরনের জন্য তাদের সময় নেই। এর কারন হল যে তারা অসুস্থ বা অক্ষম থাকেন (সারণী-৪)। এক-তৃতীয়াংশ নারী প্রবীণ জানিয়েছেন তারা সামাজিকীকরনে উৎসাহী নন। যদিও তাদের ৩১.২% অসুস্থ বা অক্ষম। অন্যদিকে পুরুষরা জানিয়েছেন তারা পেশার কারনে সময় পান না।

সারণী: ৪ সামাজিকীকরনের জন্য সময় না থাকার কারন

কারন সমুহ	পুরুষ		নারী		মোট	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
অসুস্থ/অক্ষম/পঙ্গু	১৮	৩১.৬	১৯	৩৬.৫	৩৭	৩৩.৯
কাজে ব্যস্ত থাকা	২৬	৪৫.৬	৮	১৫.৪	৩৪	৩১.২
আগ্রহী নয়	১৫	২৬.৩	১৯	৩৬.৫	৩৪	৩১.২
সন্তানদের দেখাশোনা	৪	৭.০	৯	১৭.৩	১৩	১১.৯
অন্যান্য			১	১.৯	১	০.৯
মোট	৫৭	১০০	৫২	১০০	১০৯	১০০

উত্তরদাতার উপর নির্ভর করে মোট ও শতকরা হার নির্ধারন করা হয়েছে।

বাংলাদেশে নগরের দুঃস্থ প্রবীণদের স্বাস্থ্য সেবায় প্রবেশাধিকার

(হেল্পএইজ ইন্টারন্যাশনাল এবং কর্ড এইড এর সহযোগিতায় পিআরডিএ পপুলেশন রিসার্চ এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ কর্তৃক ২০১১ সালে "নগর বাংলাদেশের প্রবীণ জনসংখ্যার একটি সামাজিক অর্থনৈতিক পর্যালোচনা" শীর্ষক অপ্রকাশিত গবেষণার অংশবিশেষ এখানে প্রাসঙ্গিক বিধায় বৃহত্তর পাঠকদের উদ্দেশ্যে ছাপানো হলো)

স্বাস্থ্য পরিস্থিতি: অধিকাংশ প্রবীণ উত্তরদাতা (৭৭.৮%) জানিয়েছেন যে গত একমাস ধরে তারা স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যায় ভুগছেন। প্রবীণ পুরুষের তুলনায় (৭৫.২%) প্রবীণ নারীরা অসুস্থ থাকেন বেশী (৮০.৭%)। স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যা বা অসুখ জ্বর (৪৯.৭%), ব্যথা (৩৬.৭%), দুর্বলতা (২১.২%), এ্যাজমা/শ্বাসকষ্ট (১৪.৫%), গ্যাস্ট্রিক/আলসার (১৩.৫%) এবং অন্যান্যের মধ্যে আর্থ্রাইটিস, রিউম্যাটিজম ও চোখের সমস্যা বুঝিয়েছেন। (সারণী ১)

সারণী ১: স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যা

সমস্যা	%
জ্বর	৪৯.৭
ব্যথা	৩৬.৩
দূর্বলতা	২১.২
এ্যাজমা/শ্বাসকষ্ট	১৪.৫
গ্যাস্ট্রিক/আলসার	১৩.৫

প্রায় সকল পুরুষ প্রবীণ (৯৭.৯%) এবং মহিলা প্রবীণ (৯২.৭%) জানিয়েছেন যে তারা চিকিৎসা চেয়েছেন। এদের অর্ধেকেরই বেশী (৫৯.২%) ফার্মেসী বা ডিসপেনসারীতে চিকিৎসা পেয়েছেন। ১৭.৪% উত্তরদাতা সরকারী হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন। ১৪.৭% ব্যক্তিগত চিকিৎসকের কাছে, ৭.১% এনজিও সেবা নিয়েছেন। ঢাকার বস্তির একটা ভালো অংশ (১১.৬%) হোমিওপ্যাথ, আয়ুর্বেদ, কবিরাজী, হেকিমি দেখান। তারা এই চিকিৎসা নেন, টাকা কম লাগে এবং এদের হাতের কাছে পাওয়া যায়।

সারণী ২: স্বাস্থ্যসেবা নেওয়ার ধরন

সেবা প্রদানকারী	সেবা নেবার হার
ফার্মেসী/ডিসপেনসারী	৫৯.২
সরকারী স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ	১৭.৪
বেসরকারী সেবা প্রতিষ্ঠান	১৪.৭
এনজিও সেবা	৭.১
অদক্ষ সেবাদানকারী/গ্রাম্য ডাক্তার	১১.৬

এক প্রশ্নের জবাবে ২৮.৭% উত্তরদাতা বলেছেন তাদের স্বামী/স্ত্রী পরস্পর পরস্পরের সেবা করেন। ২৭.৯% বলেছেন ছেলে/মেয়েরা তাদের দেখাশুনা করে টেবিল-৩)। ৪২.৬% প্রবীণ পুরুষ বলেছেন; তাদের সেবার দরকার নেই। ৬২.২% নারী প্রবীণ বলেছেন; তাদের ছেলেমেয়েরা তাদের দেখাশুনা করেন এবং ১৩.৪% বলেছেন; তাদের সেবার দরকার নেই।

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাসনে প্রবীণরা জানিয়েছেন তাদের পরিবার সেবা দেন, তারাই ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান। ওষুধ কিনে দেন। অনেকেই বলেছেন তারা তাদের ছেলেমেয়ের কাছ থেকে টাকা, খাদ্য ও কাপড় পান। যে সকল প্রবীণ তাদের সন্তানের সঙ্গে বসবাস করেনা তারা তাদের কাছ থেকে কিছু পান না।

"আমি একা, আমাকে দেখার মত কেউ নেই। আমি দীর্ঘদিন যাবৎ এ্যাজমা রোগে ভুগছি। কখনও কখনও রাতে শ্বাসকষ্টের কারনে দমবন্ধ হয়ে আসে। একটু তাজা বাতাস গ্রহণের লক্ষ্যে দরজা বা জানালা খুলে দেয়ার জন্য কেউ থাকেনা।" (একজন ৭০ বয়সী প্রবীণ নারী এফজিডিতে বলেছেন)

"আমি বাতের ব্যথায় ভুগছি । রাতে খুব ব্যথা হয়। আমাকে দেখার জন্য রাতে কেউ নেই। অনেক সময় আমি কাজে যেতে পারিনা।" (একজন ৬৫ বয়সী দিনমজুর- এফজিডিতে বলেছেন)

সারণী ৩: বস্তিতে প্রবীণদের যারা সেবা করে

ব্যক্তি	পুরুষ		নারী		মোট	
	সংখ্যা	হার	সংখ্যা	হার	সংখ্যা	হার
পুত্র/কন্যা	৩৬	২৭.৯	৭৪	৬২.২	১১০	৪৪.৪
প্রয়োজন নেই	৫৫	৪২.৬	১৬	১৩.৪	৭১	২৮.৬
স্বামী/স্ত্রী	৩৭	২৮.৭	৩	২.৫	৪০	১৬.১
ছেলের বউ/জামাই	-	-	১৬	১৩.৪	১৬	৬.৫
নাতি/ নাতনি	১	০.৮	১১	৯.২	১২	৪.৮
কেউ না	১	০.৮	৩	২.৫	৪	১.৬
আত্মীয়	-	-	৩	২.৫	৩	১.২
প্রতিবেশী	-	-	১	০.৮	১	০.৪
মোট	১২৯	১০০	১১৯	১০০	২৪৮	১০০

উত্তরদাতাদের সংখ্যার উপর মোট ও শতকরা হার নির্ধারন করা হয়েছে।

বিজ্ঞাপন

"আজকে যে নবীণ, কালকে সে প্রবীণ"

আসুন আমরা সবাই আমাদের কর্মকাণ্ডে প্রবীণদের প্রাধিকার দেই। যেমন স্বাস্থ্য সেবার সাথে যুক্ত কর্মীরা (চিকিৎসক, নার্স, প্যারামেডিক, ঔষধ উৎপাদন ও বিপননকারী) তাদের কর্মকাণ্ডে প্রবীণদের প্রাধিকার দিতে পারেন। প্রকৌশলীরা প্রবীণবান্ধব অবকাঠামো, প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে পারেন। ব্যবসায়ীরা তাদের কর্মকাণ্ডে প্রবীণ বিষয়কে যুক্ত করতে পারেন, প্রবীণ বিষয়ক কর্মকাণ্ডে বিনিয়োগ, পণ্য সুলভ ও সহজলভ্য করতে পারেন। রাষ্ট্র উন্নয়ন কাঠামোতে প্রবীণদের অভিজ্ঞতা শিখনকে যুক্ত করে জ্ঞানভিত্তিক সমাজগঠনকে ত্বরান্বিত করুন।

সৌজন্যে

রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক)
বাড়ী ২০ সড়ক ১১ (নতুন) ৩২ (পুরাতন), ধানমণ্ডি, ঢাকা-১২০৯
টেলিফোন: +৮৮০ ২ ৮১১৮৪৭৫ ফ্যাক্স +৮৮০ ২ ৮১৪২৮০৩
ই-মেইল: ricdirector@yahoo.com
ওয়েব: www.ric-bd.org

বৈশ্বিক প্রবীণ নির্দেশকঃ বাংলাদেশ

বর্তমানে বিশ্ব জনসংখ্যা প্রবীণের দিকে ধাবিত হচ্ছে। জীবনের প্রত্যাশা বেড়ে যাওয়া এবং জন্মহার কমে যাওয়ায়, ধারণার তুলনায় ষাটোর্ধ্ব জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বিশ্বের সকল অঞ্চলে দ্রুত গতিতে বাড়ছে। শেষ বয়সে তারা অতিমাত্রায় অন্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন। বৈশ্বিক প্রবীণ নির্দেশক বিশ্বের প্রবীণদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কল্যাণ সুচকের উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে। এবার ভৌগলিক বিভাজনের ভিত্তিতে প্রবীণদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বৈশ্বিক প্রবীণ নির্দেশক নির্ধারন করা হয়েছে।

টেকসই উন্নয়ন অর্জনের স্বার্থে, জাতিসংঘে সদস্য দেশ গুলো বৈশ্বিক প্রবীণ সূচকের সাথে একমত হয়েছে। সমগ্র বিশ্বে সকল বয়সে দারিদ্র বিমোচন, উন্নয়ন ও শান্তি প্রতিষ্ঠাই এর লক্ষ্য। আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত সর্বশেষ হালনাগাদকৃত তথ্যের ভিত্তিতে বিশ্বে ষাটোর্ধ্ব জনসংখ্যার ৯১ শতাংশ প্রতিনিধিত্বকারী ৯৬ টি দেশকে ক্রমায়িত করা হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০১৫ সালে ৯০.১ কোটি প্রবীণ রয়েছে যা বিশ্বব্যাপী মোট জনসংখ্যার ১২.৩%, ২০৩০ সালে এটা হবে ১৪০ কোটি এবং তা বিশ্ব জনসংখ্যার ১৬.৫% এবং ২০৫০ সালে প্রবীণ জনগোষ্ঠী ২০৯.২ কোটি হবে যা মোট বিশ্ব জনসংখ্যার ২১.৫ শতাংশ।

বৈশ্বিক ফলাফলঃ এবারে প্রবীণ সুচকে সুইজারল্যাণ্ড শীর্ষে এবং আফগানিস্তান সবচেয়ে নীচে অবস্থান করছে। ২০১৩-১৪ এর প্রবীণ সুচকে শীর্ষ ১৯ টি দেশই ছিল শিল্পোন্নত, আফ্রিকার দেশগুলো উল্লেখযোগ্যভাবে নীচের দিকে অবস্থান করছে, শেষের দিকের দশটি দেশের মধ্যে ৬ টিই আফ্রিকার। সংঘাত ও যুদ্ধের কারণে এ দেশগুলোর অনেকেই বিশেষত পশ্চিম তীর ও গাজা, পাকিস্তান এবং আফগানিস্তান প্রবীণ সুচকে নেতিবাচক ধারায় রয়েছে।

সুইজারল্যাণ্ডের প্রায় ২৪ শতাংশ ষাটোর্ধ্ব প্রবীণ জনগোষ্ঠী, কর্মময় বার্ধক্যের জন্য কর্মসুচী এবং নীতিমালা, সক্ষমতা বাড়ানো, স্বাস্থ্য ও প্রবীণ বান্ধব পরিবেশের জন্য খুব ভাল অবস্থানে আছেন, আবার অন্যদিকে আফগানিস্তানের ৪% ষাটোর্ধ্ব প্রবীণ জনগোষ্ঠী নীতিমালা ও কল্যাণ সুবিধার অভাবে শোচনীয় অবস্থায় আছেন। পেনশন/অবসর ভাতায় বিনিয়োগ, স্বাস্থ্য সেবা সহজলভ্য এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত করা ইত্যাদি কারণে শীর্ষস্থানীয় দেশ গুলো ভাল অবস্থানে রয়েছে।

অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে প্রবীণদের জন্য ব্যয়; এখনো বিবেচিত নয়, এমনকি প্রবীণ বয়সে কল্যাণটিকে সমগ্র জীবনের অংশ হিসেবে ভাবা হয়, আলাদা করে দেখা হয়না। যেসব দেশ জীবনব্যাপী মানব সম্পদ উন্নয়নে মনোযোগ দিচ্ছে, সেসব দেশের অধিকসংখ্যক প্রবীণ জনগোষ্ঠী তাদের কমুনিটির উন্নয়নে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে এবং যুক্ত হচ্ছেন। প্রত্যেক মানুষেরই জীবনের প্রতিস্তরে সন্মান ও স্বাধীনতা নিয়ে বেচেঁ থাকার অধিকার রয়েছে। রাষ্ট্রের উচিত হবে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জ্ঞান, অবদান ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোর জন্য বিনিয়োগ করা। যেমন উদাহারণ স্বরূপ জাপানের কথা বলা যেতে পারে, বিশ্ব প্রবীণ সূচকে তার অবস্থান ৮, অতি প্রবীণ জনগোষ্ঠীর দেশ, জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশই ষাটোর্ধ্ব প্রবীণ। ষাটের দশক থেকে জাপান যদি সমন্বিত কল্যাণ নীতিমালা, সর্বজনীন অবসরভাতা ও আয় পুর্নবিন্যস্ত করতো এবং সেই সাথে নিম্ন বেকারত্ব ও নমনীয় কর ব্যবস্থা চালু করতো তাহলে টেকসই ও স্বাস্থ্যবান শ্রমশক্তি পেতো; ফলে বেশী প্রবীণ থাকা স্বত্বেও জাপান বিশ্বের সবচেয়ে স্বাস্থ্যবান ও ধনী জনগোষ্ঠীর দেশ হতো।

আমরা কি পরিমাপ করছি? ২০১৫ বৈশ্বিক প্রবীণ সুচকে অঞ্চল ভেদে ফলাফলগুলো বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কল্যাণের প্রেক্ষাপটে প্রবীণদের সার্বিক পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনা, অভিজ্ঞতা ও সুবিধার ভিত্তিতে প্রবীণদের ৪ টি বিভাগে এ সুচক পরিমাপ করা হচ্ছে, এগুলো হলো আয় সুরক্ষা, স্বাস্থ্য অবস্থা, সামর্থ্য এবং প্রবীণ বান্ধব পরিবেশ যেখানে প্রবীণরা স্বাধীনভাবে কর্মকাণ্ড করতে পারেন। প্রত্যেক বিভাগের নিজস্ব নির্নায়ক স্তর রয়েছে এবং গড় করে ফাইনাল র‍্যাঙ্কিং করা হয়ে থাকে। ২০১৫ সালের বৈশ্বিক প্রবীণ সুচকে ৯৬ টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৬৭ তম। কর্মসংস্থানে প্রবীণদের অংশগ্রহণের পরিবর্তনের কারণে গত বছরের (৫৯) তুলনায় সক্ষমতা সূচকে বাংলাদেশ আট ধাপ পিছিয়েছে। তথ্যের অপর্যাপ্ততার কারণে, বিশ্বের সকল দেশ এতে অর্ন্তভূক্ত হতে পারেনি।

আয় সুরক্ষাঃ অবসর ভাতার বিস্তার, প্রবীণ বয়সে দারিদ্র সীমা, প্রবীণদের জন্য কল্যাণ এবং জাতীয় মোট আয় সাপেক্ষে জীবনমান প্রভৃতি আয় সুরক্ষার উপাদান। অবসরভাতা ব্যবস্থা দারিদ্র ও বৈষম্য কমাতে মুখ্য ভূমিকা পালন করে, এটা প্রবীণদের আর্থসামাজিক জীবনে পরিবর্তন আনে এবং পরিবারে ও সমাজে গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়ে দেয়। যদি পৃথিবীর সব দেশই কোনভাবে অবসরভাতা ব্যবস্থা চালু করতে পারতো, তাহলে বিশেষত নিম্ন ও মধ্য আয়ের দেশগুলোর পয়ষট্টি উর্ধ্ব প্রতি চারজন প্রবীণের একজন অবসরভাতার আও-তায় আসতেন।

বয়স্ক ভাতা বাংলাদেশে দরিদ্র প্রবীণদের জন্য অনুন্নয়ন খাতের কল্যাণমুলক ব্যয়। সাধারণত পয়ষট্টি বা তদোর্ধ্ব পুরুষ প্রবীণ ও বাষট্টি বা তদোর্ধ্ব নারী প্রবীণরা এ ভাতা পেয়ে থাকেন। ১৯৯৮ সাল থেকে বাংলাদেশ সরকার এ কার্যক্রম চালিয়ে আসছেন, বর্তমানে মাত্র ২৭ লক্ষ প্রবীণ এ সুবিধার আওতায় এসেছেন। প্রায় ৬০ শতাংশ প্রবীণ এ সুবিধার আওতার বাইরে। বয়স্কভাতায় অপ্রতুল মাসিক ৪০০ টাকা বরাদ্ধ, বর্তমান ২০১৫-১৬ সালের বাজেটে প্রবীণদের বয়স্কভাতা বাবদ ১৪৪০ কোটি টাকা বরাদ্ধ (সুত্রঃ http://www.mof.gov.bd/en/budget/15_16/safety_net/safety_net_en.pdf) করা হয়েছে। বিশ্বে আয় সুরক্ষায় বাংলাদেশের অবস্থান ৭১ তম, ৪৭.২ শতাংশ প্রবীণ আয় সুরক্ষায় আছেন।

স্বাস্থ্য অবস্থাঃ তিনটি সূচকের মাধ্যমে এ স্বাস্থ্য অবস্থাটি পরিমাপ করা হয়, ষাট বছরে জীবন প্রত্যাশা ও মানসিক সুস্থতা। প্রবীণ বয়সে আর্থসামাজিক কাঠামোতে ভাল শারিরীক ও মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক রাখা খুবই কঠিন/গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ষাটে জীবন প্রত্যাশার চাহিদা বাড়া সত্বেও, সব অঞ্চলে প্রবীণদের জন্য স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণে বাধাঁ রয়েছে, তার উপর আছে বয়স বৈষম্য, স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা গ্রহণে শারীরিক অক্ষমতা, প্রবীণদের স্বাস্থ্য অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং সে সাথে সামাজিক ও স্বাস্থ্য সেবার দূর্লভতা।

স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রবীণ সুচকে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান ৭১ তম। বাংলাদেশে ৩৭.৭ শতাংশ প্রবীণ এ সুবিধা পেয়ে থাকেন। জনসংখ্যা তাত্ত্বিক ও রোগ সংক্রমনের ধারার পরিবর্তন, নগরায়ন ও খাদ্যাভাস ও জীবনাচারে পাশ্চাত্য ধারার অনুসরনের কারনে বাংলাদেশে দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্য সমস্যার প্রকোপ দিন দিন বাড়ছে। অসংক্রামক রোগ যেমন হৃদরোগ, বহুমুত্র, দীর্ঘমেয়াদী শ্বাস কষ্ট এবং ক্যান্সার এর মত রোগ এখন বোঝার মত হয়ে দাড়িয়েছে।

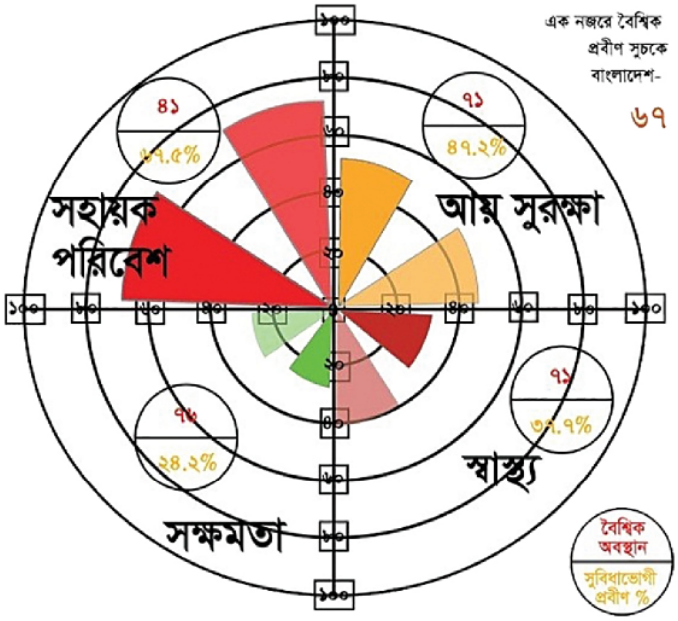

বাংলাদেশে ৭৮ শতাংশ প্রবীণই এ ধরনের রোগে ভুগছেন। ১৯৯০ সালের পর থেকেই ষাট বয়সী প্রবীণদের জীবন প্রত্যাশা ধীরে ধীরে বাড়ছে। সার্বিক স্বাস্থ্য সেবা মানের কারনে এটা সম্ভব হয়েছে। তারপরেও, প্রবীনদের জন্য মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা এখনো অধরাই রয়ে গেছে। সরকারী স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রগুলো অনেক দুরে থাকায়, উচ্চমুল্যের কারনে বেসরকারী স্বাস্থ্য সেবা হাতের নাগালের বাইরে। সরকার তার সাধারণ ব্যয়ের ৭.৯% স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় করে থাকে এবং জনতা তাদের নিজেদের পকেট থেকে স্বাস্থ্যের জন্য ব্যয় করে থাকেন। গবেষনার তথ্যানুযায়ী মাত্র ৬২ শতাংশ প্রবীণ দীর্ঘমেয়াদী রোগের জন্য নিয়মিত ঔষধ সেবন করে থাকেন, চিকিৎসা সেবায় প্রবীণদের অংশগ্রহণ সবচেয়ে কম। বাংলাদেশ সরকার সর্বজনীন স্বাস্থ্য সেবার জন্য প্রতিশ্রুতি বদ্ধ।

সক্ষমতাঃ এ সুচকটি প্রবীণদের কর্মসংস্থান ও শিক্ষার ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। ৫৫ থেকে ৬৪ বছরের প্রবীণদের; কর্মসংস্থান সুচকের প্রেক্ষিতে শ্রম বাজারে প্রবেশাধিকার, নিজের উদ্দেশ্য ও পছন্দমত কাজের সুবিধা, সামাজিক সম্পর্ক ও আয় অর্জনই প্রবীণদের সক্ষমতা নির্দেশ করে। শিক্ষার স্তর কাজের সুযোগের এবং আর্থ সামাজিক অধিকার আদায়ে সহায়তা করে।

সক্ষমতা সুচকে বাংলাদেশের বৈশ্বিক অবস্থান এখন ৭৬ তম, বাংলাদেশে ২৪.২% প্রবীণ আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে সক্ষম। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) তথ্য সুত্রানুসারে গতবারের তুলনায় বাংলাদেশ ৩২ ধাপ নীচে নেমে গেছে। ৫৫-৬৪ বয়সীদের মাত্র ৪৬.৮% কর্মসংস্থানের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছেন। অপর্যাপ্ত সামাজিক সুরক্ষা ও জীবিকায়নের সহায়তার অভাবের কারণে বাংলাদেশের প্রবীণরা অন্যান্য দরিদ্র দেশের প্রবীণদের মতোই কাজ খুঁজে থাকেন। প্রতিবন্ধী প্রবীণদের কাজের কোন সুযোগই নেই। প্রবীণদের অধিকাংশই দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাস করেন, প্রচলিত শ্রমবাজারে তাদের কোন ভাল কাজের সুযোগ নেই, অধিকন্তু তারা শহরে রিক্সা টানা বা গ্রামে মাটি কাটার মত কায়িক শ্রমে যুক্ত হচ্ছেন।

সরকারী পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২৪.৩% পয়ষট্টি বা তদোর্ধ্ব শহুরে পুরুষ প্রবীণরা কৃষিকাজে, বনায়নে, মৎসচাষে দক্ষ কর্মী হিসেবে যুক্ত আছেন। একই বয়স স্তরের শহুরে নারী প্রবীণরা প্রাথমিকভাবে চাকুরীতে ও ব্যবসায় (৩৭%), এবং গৃহকাজে যুক্ত (৩২.৫%)। গ্রামাঞ্চলের ৫৯.২% পুরুষ প্রবীণরা কৃষিকাজে, বনায়নে এবং মৎস চাষে যুক্ত, আবার ১৪.৭% গৃহকর্মে যুক্ত। গ্রামের প্রবীণ নারী গৃহকর্মে (৩৩%), চাকুরী ও ব্যবসায় (২৩.১%) যুক্ত।

প্রবীণদের মধ্যে শিক্ষার হার খুবই কম। জনমিতিক ও আর্থ সামাজিক প্রতিবেদন অনুযায়ী ৬০-৬৪ বছর বয়সীদের মধ্যে স্বাক্ষরতার হার ২৭%, পয়ষট্টি বা তদোর্ধ্ব প্রবীণদের মাঝে প্রায় ২৩% স্বাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন। ৬০-৬৪ বছর বয়সী প্রবীণদের ৩৮.৬% স্বাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন, তার বিপরীতে ১৪.৬% প্রবীণ নারী স্বাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন।

সহায়ক পরিবেশঃ গণ পরিবহণে প্রবীণদের অভিগম্যতা (সহজ প্রবেশাধিকার), শারীরিক নিরাপত্তা, সামাজিক যোগাযোগ ও নাগরিক স্বাধীনতার উপর ভিত্তি করে এ সুচকটি পরিমাপ করা হয়। প্রবীণরা যে সহায়ক পরিবেশে বাস করেন এসব নির্দেশকগুলি সেখান থেকে নেয়া হয়েছে। ৩৬ টি দেশের প্রবীণদের সমাজের সাথে সম্পৃক্ততা, চলাফেরার স্বাধীনতা, স্ব-স্বাধীনতা ও চাহিদামতো বেচেঁ থাকার অধিকার এর বৈশিষ্ট্যগুলো বিবেচনায় নিয়ে এ নির্দেশক গুলো নির্ধারণ করা হয়েছে।

সহায়ক পরিবেশের বৈশ্বিক সুচকে বাংলাদেশের প্রবীণদের অবস্থান ৪১ তম, ৬৭.৫% প্রবীণ এ সহায়ক পরিবেশের সুবিধা পান। গণ পরিহনে প্রবীণদের প্রবেশাধিকার, নাগরিক স্বাধীনতা, শারীরিক নিরাপত্তায় প্রবীণদের উচ্চমাত্রার সন্তুষ্টির কারণে বৈশ্বিক প্রবীণ সুচকে বাংলাদেশের এ মধ্যম অবস্থান।

৬৯% প্রবীণ গণপরিবহন নিয়ে সন্তুষ্ট। কিন্তু সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে হাসপাতাল, স্কুল, পরিবহন এবং বিনোদন কর্মকাণ্ডে বিশেষত অবকাঠামোগত সুবিধার অভাব রয়েছে। এ কারণে এসব জায়গায় প্রবীণ ও প্রতিবন্ধীদের অভিগম্যতা অনেক কঠিন হয়ে পড়েছে।

জরিপমতে ৮৬ শতাংশ প্রবীণ নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করেন। দক্ষিন এশিয়ায় বাংলাদেশে প্রবীণদের হত্যার হার সবচেয়ে কম, দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। তারপরেও পারিবারিক সংহিসতার শিকার প্রবীণরা অপ্রকাশিত থেকে যান। পারিবারিক সংহিসতা প্রতিরোধে আইনের সংস্কার ও গণশিক্ষামূলক প্রচারণা প্রয়োজন।

প্রবীণদের জন্য পারিবারিক সহায়তার অভাব এখন সর্বজনবিদিত। আয় না থাকায় পরিবারের সদস্যরা তাদেরকে বোঝা মনে করেন। অনেক সময় প্রবীণ সদস্যরা নির্যাতিত ও পরিত্যক্ত হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও হেল্পএইজের একটি অপ্রকাশিত গবেষণায় দেখা যায় শহরের বস্তির ৫৪% প্রবীণ নির্যাতনের শিকার হন এবং পরিবারের মধ্যেই নিগৃহীত হন, এদের অর্ধেকেরও বেশী হচ্ছেন প্রবীণ নারী।

নগরায়নে পরিবারগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ইউএনডেসা'র মতে বাংলাদেশে শহরে ৩.৫% হারে জনসংখ্যা বাড়ছে যেখানে গ্রামে এ হার ০.০৬ শতাংশ। শহরগুলো শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার প্রধান কেন্দ্র। তরুন প্রজন্ম তাদের পিতামাতাকে বাড়ীতে রেখে শহরে চলে যাচ্ছে। প্রতিবছর ১.৩% শতাংশ প্রবীণ বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে গ্রামে ০-৫৯ বয়সী লোকজনের পরিমান ০.০৩% হারে কমছে।

তথ্য সুত্রঃ হেল্প এইজ ইন্টারন্যাশনালের ওয়েব সাইট।

ভাষান্তরিত ও সংক্ষেপিত

সম্পাদনা পরিষদ

সম্পাদকঃ	আবুল হাসিব খান
উপ-সম্পাদকঃ	তোফাজ্জেল হোসেন মঞ্জু
সহকারী সম্পাদকঃ	মোঃ শামীম জাফর
	এ.এস.এম মোখলেসুর রহমান
গ্রন্থনা, প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জাঃ	মোঃ শামীম জাফর
সম্পাদকীয় যোগাযোগঃ	ricageingteam@gmail.com

নিউজলেটারে প্রকাশের জন্য আপনার লেখা ও মতামত পাঠাতে পারেন